ভোটের

ইসলামী শর'য়ী বিধান

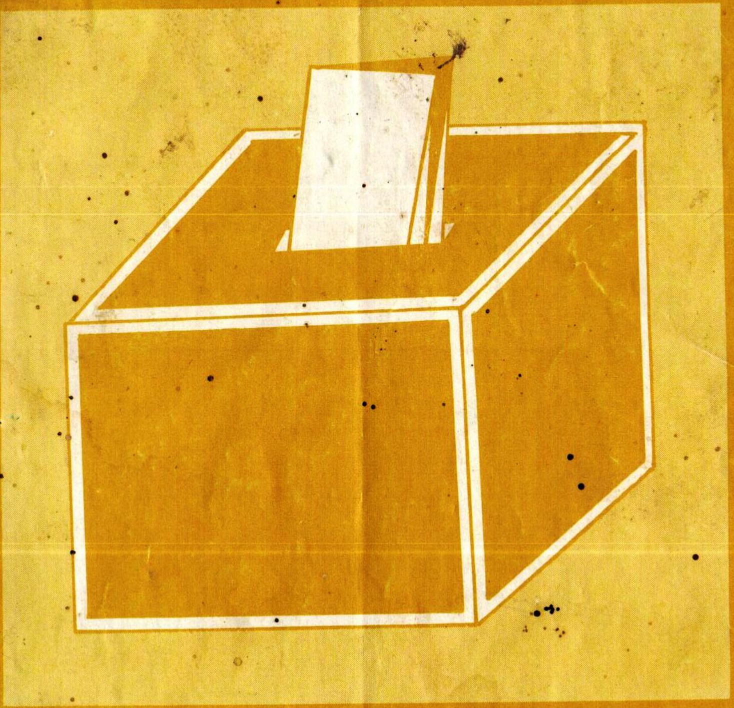

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

ভোটের
ইসলামী শর'য়ী বিধান

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

ভাষান্তর
মুহাম্মদ শিহাবুদ্দীন

সম্পাদনায়
আবুল কালাম আযাদ

পরিবেশক
আযাদ বুক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ভোটের ইসলামী শর'য়ী বিধান
মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)

প্রকাশকঃ
আবুল কালাম আযাদ,
আযাদ প্রকাশন
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

বইস্বত্বঃ
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ১৯৯৬ইং.
দ্বিতীয় প্রকাশ- এপ্রিল ১৯৯৬ইং

কম্পিউটার কম্পোজঃ
কালার কার্টন
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্যঃ ৭.০০ টাকা

Voter Islami Shar-ee Bidhan [by Muftee Mohammad Shafi]
Published by Abul kalam Azad, Azad Books, Anderkilla, Chittagong.

বিষয় নির্দেশিকা

* ভোটের গুরুত্ব ও ভোটারের কর্তব্য
* নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা
* পদপ্রার্থীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
* নির্বাচন ও ভোট থেকে বিরত থাকার পরিণতি
* ভোটের শরয়ী হুকুম ও মাসায়েল
* পরিশিষ্ট (প্রশ্নোত্তর)

সম্পাদনার উদ্দেশ্য

সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ হল সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন যাপন ব্যতীত এর অস্তিত্ব চিন্তা করা মুশকিল। মানুষের কর্মক্ষেত্র যত ব্যাপক ও বিস্তৃত, জীবন যাপনের পথে তার স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট নয় বিধায় আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত মেহেরবাণী করে পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে যুগে যুগে প্রতিটি জনপদে মানুষের কল্যাণে মানুষের মধ্য থেকে কোন কোন মানুষকে পথ নির্দেশক বা হেদায়াতকারী হিসেবে মনোনীত করেছেন- তাঁদের সাধারণভাবে পরিচয় হল নবী বা রাসূল। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতির জন্যে যে সত্য এবং নির্ভুল কিতাবগুলো পাঠিয়েছেন, মানুষের মধ্যে যাঁরাই এ কিতাবকে গ্রহণ করে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলেছে তাঁরাই সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন জীবনের সর্বস্তরে।

মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সমস্যার কোন অন্ত নেই। তাই কিয়ামত পর্যন্ত যতসব সমস্যা উদ্ভব হবে সব সমস্যার সমাধান আল্ কুরআন ও মহানবী (সাঃ)-এর জীবন চরিতে দেয়া হয়েছে বিধায় আল কুরআনকে মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং মুহাম্মদ (সঃ)-কে শেষ নবী বলে ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'লা চিরতরে কিতাব নাযিল ও নবী প্রেরণের ধারা সমাপ্ত করে দিয়ে ইসলামকে সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য কালজয়ী আদর্শ বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীর মানুষকে আজ শান্তি পেতে হলে ইসলামী বিধানের সুশীতল ছায়াতলে না আসার কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভোট এবং নির্বাচনের গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ নির্বাচন এবং ভোট আল্লাহ্ তা'লার প্রদত্ত আদর্শ ভিত্তিক না হয়ে মানব মস্তিষ্ক প্রসূত নীতিমালার ভিত্তিতে হবার কারণেই নির্বাচন বা ভোটের সঠিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌছা অনেকাংশে সম্ভবপর হচ্ছে না বরং প্রতারিত হচ্ছে। তাই নির্বাচন ও ভোটের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যে সঠিক ও সুন্দর বিধান পেশ করেছে তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাস্সিরে কুরআন বিশ্বের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দীন মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) "ভোট, ভোটার আওর উমীদওয়ার কী শরয়ী হায়ছিয়ত" নামে উর্দু ভাষায় যে পুস্তিকা রচনা করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। পুস্তিকাটি আমাদের দেশের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান তথা সর্বস্তরের লোকের কাছেও পৌছানোর মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্ জাতীয়ভাবে সঠিক পথের দিশা পাবে বলে আশা করে পুস্তিকাটি সম্পাদনা এবং প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ উদ্যোগ আগামী দিনে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে আল্লাহ তা'লা যাতে কবুল করেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বিনীত

সম্পাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রারম্ভিক কথা

মুসলিম জাতি কখনো সমষ্টিগতভাবে গোমরাহ্ বা পথ হারা হয় না। এটা দীন ইসলামের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ বা মু'জেযা বলা যেতে পারে। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে প্রত্যেক যুগে প্রতিটি স্থানে অন্তত কিছু সংখ্যক লোক হলেও এমন থাকে, যারা হক ও সত্যের উপর সব সময় অটল এবং অবিচল থাকে। যারা প্রতিটি কথা ও কাজে হালাল-হারাম পার্থক্য করে রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে।

কুরআন শরীফের শিক্ষা হল মানুষকে উপদেশ দিতে হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন-

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

(হে নবী) তুমি উপদেশ বাণী শুনাতে থাকো। কারণ উপদেশ মুমিনদের জন্য উপকারী ও কল্যাণ হবে। (সূরা আজজারিয়াত-৫৫)

এ প্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ভোটের গুরুত্ব, ভোটারের কর্তব্য এবং প্রার্থীর দায়িত্বের ব্যপারে ধর্মীয় তথা দীনি দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা মুমিনদের জন্য উপকার হবে বলে মনে করি। হয়ত কিছু সংখ্যক মানুষ হলেও আল্লাহ্কে ভয় করবে। এভাবে এমন সময়ও একদিন আসতে পারে, যেদিন প্রচলিত নির্বাচন সঠিক পন্থায় পরিচালিত হবে।

ভোটের গুরুত্ব ও ভোটারের কর্তব্য

কোন সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে হলে এ ব্যাপরে আল্লাহ্ তা'লার কুরআন ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীছের দৃষ্টিতে তার কয়েকটি দিক রয়েছে।

প্রথমত ভোট দেয়া মানে সাক্ষ্য দেয়াঃ- অর্থাৎ ভোটার যাকে ভোট দেবে প্রক্ষান্তরে সে যেন তার ব্যাপারে এটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ঐ ব্যক্তি যে কাজ বা যে পদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করছে তার জন্য সে যোগ্য ও উপযুক্ত। অর্থাৎ- সে দীনদার, সৎ ও নিষ্ঠাবান। এখন বাস্তবে ঐ প্রার্থীর মধ্যে যদি গুণাবলী না থাকে এ ক্ষেত্রে ভোটার নিজে জেনে শুনেও যদি ঐ প্রার্থীকে ভোট দেয়, তাহলে এই ভোটের মাধ্যমে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করলো যা হারাম এবং কবীরা গুনাহ্ যেটা হবে ইহকাল ও পরকালের দূর্ভাগ্যের কারণ। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার ভয়াবহ পরিণামের কথা স্মরণ করে দিতে গিয়ে নবী করীম (সঃ) বলেছেন-

اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ

-অর্থাৎ- (কবিরা গুনাহ্ হল) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া, হত্যা করা, **মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।** (বুখারী)

তিঁনি অপর হাদীছে বলেছেন- اَلَا وَقَوْلِ الزُّوْرِ সাবধান! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্। (বুখারী)

সুতরাং নির্বাচনী এলাকায় যে ক'জন প্রার্থী থাকে তাদের মধ্যে যিনি দীনদার, যোগ্য, সৎ ও নিষ্ঠাবান তাকে ভোট না দিয়ে অন্য কাউকে ভোট দেয়া নিজকে গুনাহ্‌গার এর মধ্যে লিপ্ত করার নামান্তর।

এতদ্ব্যতীত ভোট দেয়া শুধু সাক্ষ্য নয় বরং ভোট একটি আমানতও বটে। তাই ভোটারের কর্তব্য হল তার এই আমানত নিজের আখিরাত এবং পরিণাম ভেবে ব্যবহার করা। শুধুমাত্র ভদ্রতা বা কোন লোভ-লালসা কিংবা দলীয় বশীভূত হয়ে ভোট দেয়া নিজকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছু নয়। আমানতের ব্যপারে মহান আল্লাহ্‌র বাণী হল-

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا

মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত তার উপযোগী লোকদের নিকট অর্পণ করে দাও। (সূরা নিসা-৫৮)

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْآ اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

হে ঈমানদার লোকেরা! জেনে শুনে তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। আর নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিও না। (সূরা আনফাল-২৭)

দ্বিতীয়ত ভোট দেয়া মানে সুপারিশ করাঃ- অর্থাৎ ভোটার তার ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচিত করার ব্যাপারে সুপারিশ করা। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের যে হুকুম তার প্রতি সবার লক্ষ্য রাখা উচিত।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَّشْفَعْ سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتاً.

যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে নিজেও এতে অংশীদার হবে। আর যে খারাপ তথা অন্যায় কাজে সুপারিশ করবে তাতেও সে অন্যায়ের ভাগী হবে। বস্তুত আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জিনিসের উপর দৃষ্টিমান। (সূরা নিসা-৮৫)

এ ব্যাপারে উত্তম সুপারিশ হল-এমন দীনদার, সৎ ও যোগ্য লোককে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে সুপারিশ করা, যিনি মানুষের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করবে। আর অন্যায় সুপারিশ হল– অযোগ্য, অসৎ ও খোদা বিমুখ লোককে ভোট দানে নির্বাচিত করা, যে মানুষের দায়-দায়িত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। এ অবস্থায় নির্বাচিত প্রার্থী তার সদস্য পদে বহাল থাকাকালীন সময় যে কাজই করুক না কেন এতে ভোটার নিজেও তার অংশীদার হবে।

সে ভাল কাজ করলে ভোটারও এর সাথে ছওয়াবের ভাগী হবে, আর মন্দ কাজ করলে ভোটারও এর সাথে গুনাহ্র ভাগী হবে।

তৃতীয়ত ভোট মানে উকিল বা প্রতিনিধি বানানোঃ- অর্থাৎ ভোটার নিজের ভোটের মাধ্যমে আপন দায়-দায়িত্বের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রার্থীকে উকিল হিসেবে নিযুক্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত করা। কিন্তু এটা যদি ভোটারের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের ব্যাপারে হতো, তাহলে ভাল মন্দের জন্য শুধুমাত্র সে নিজেই দায়ী

হতো। কিন্তু কোন সংসদ বা পরিষদের সদস্যকে উকিল বানানোর সময় শুধু ভোটারের সাথে তার সম্পর্ক সীমিত থাকে না। বরং পুরো জাতি তার সাথে শরীক হয়ে যায়। সুতরাং কোন অসৎ বা ইসলাম বিরোধী লোককে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে সে পুরো জাতির অধিকার হরণকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং ঐ গুনাহ্র বোঝা তাকেও বইতে হবে।

ভোট অর্থে যে সব দিকগুলো উপরে বর্ণনা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ- ভোট অর্থ সাক্ষ্য দেয়া, আমানতের সঠিক ব্যবহার, সুপারিশ করা এবং উকিল বা প্রতিনিধ নিযুক্ত করা। সুতরাং ভোটের এ ব্যাপারটি এক দিকে যেমন পরিণামের দিক থেকে ছওয়াব-গুনাহ্র সাথে সম্পৃক্ত, তেমনি অপর দিকে ঈমানী দায়-দায়িত্ব এবং নৈতিকতার সাথেও সংযুক্ত। ছওয়াব-গুনাহ্র ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লার ঘোষণা হলঃ-

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

বস্তুত যে লোক বিন্দু পরিমাণও ভাল কাজ করবে, সে তা (পরকালে) দেখতে পাবে। আর যে লোক বিন্দু পরিমাণও খারাপ কাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে। (সূরা যিল্যাল৭-৮)

দায়িত্ব সচেতনতার প্রতি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

তাই দীনদার, যোগ্য সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রার্থীকে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে ভোট দেয়া একদিকে যেমন ছওয়াব বা পূণ্যের কাজ, ভোটার আখিরাতের আমলনামায় দেখতে পাবে, তেমনি অপরদিকে দীনহীন, অসৎ, অযোগ্য, খোদাবিমুখ প্রার্থীকে ভোট দেয়া কবীরাহ্ গুনাহ্ আখিরাতের আমলনামায় যা লেখা থাকবে এবং দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহিও করতে হবে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

যে কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে দেশ পরিচালনা কিংবা আইন প্রবর্তনের জন্যে নির্বাচনের মাধ্যমে যদি তার ব্যবস্থা করা হয় তাতে আল্লাহ্র আইন ও রাসূল

(সাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন কল্পে যোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লোকদেরকে নির্বাচিত করার জন্যে ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। যদিও বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি ইসলাম সম্মত নয় তথাপি ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান অবস্থায় এই নির্বাচন পদ্ধতিকে অন্তর্বর্তীকালীন বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ না করে অন্য কোন উপায় নেই।

বর্তমান যেহেতু সত্য-মিথ্যার জন্যে নির্বাচন একটি অন্যতম মাধ্যম এবং নির্বাচনে ভোট দেয়া যেহেতু সত্যের সাক্ষ্য দেয়া সেহেতু সত্য-সাক্ষ্য গোপন করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে যেমনিভাবে কুরআন মজীদে হারাম বলা হয়েছে তেমনি সত্য সাক্ষ্য দেয়াকে ওয়াজিব এবং জরুরী বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন—

وَاَقِيْمُوْا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ.

তোমরা আল্লাহ্র জন্য সত্যের সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর। (সূরা আত্ত্বালাক্ব-২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ.

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ইনসাফের ব্যাপারে আল্লাহ্র জন্যে সত্যের সাক্ষ্য হয়ে দন্ডায়মান হও।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনছাফের সাথে আল্লাহর জন্য সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও। (সূরা আন্নিসা-১৩৫)

وَلَا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

তোমরা কখনই সাক্ষ্য গোপন করবে না, যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন পাপের কালিমাযুক্ত। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে সব কিছু জানেন। (সূরা আল বাকারাহ্-২৮৩)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

যার নিকট আল্লাহ্র তরফ হতে যে সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, তা যদি সে গোপন

করে তবে তার অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে? জেনে রাখো, তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ মোটেই বেখবর নই। (সূরা আল বাকারাহ্-১৪০)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰي، وَلَاتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

যে সব কাজ ছওয়াব এবং আল্লাহ্র ভয়মূলক তাতে সাহায্য সহযোগিতা কর,আর যা গুনাহ্ ও সীমালংঘনের কাজ তাতে কারো এক বিন্দুও সাহায্য-সহযোগতি করো না। আল্লাহ্কে ভয় কর, কেননা আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। (আল মায়িদা-২)

কুরআন শরীফের উল্লেখিত আয়াতসমূহে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক দিক ও বিভাগের জন্য যে সত্য দীন বা হেদায়াত দান করা হয়েছে তার সাক্ষ্য প্রদান করা এবং তা সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের জন্য একটা অত্যাবশ্যকীয় ফরজ কাজ।

পদপ্রার্থীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

কোন পরিষদ কিংবা জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য যে ব্যক্তি প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম পেশ করে সে যেন গোটা জাতির সামনে দু'টো দাবী নিয়েই হাজির হয়।

প্রথমতঃ যে কাজের জন্য সে তার নাম পেশ করে নিজকে ঐ কাজের পুরাপুরি যোগ্য বলে মনে করে।

দ্বিতীয়তঃ সে সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করবে বলে ব্যক্ত করে। সুতরাং বাস্তবেই যদি তার মধ্যে এ যোগ্যতা থাকে এবং সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য সে যদি ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তাহলে একদিক থেকে তার এ দাবী সঠিক বলে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সঠিক এবং সর্বোত্তম পন্থা হলো প্রার্থী নিজে নিজকে জনগণের খেদমতে পেশ করবে না। বরং মুসলমানদের মধ্যে যারা দীনদার ইসলামী দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে যারা সচেতন এ ধরনের কোন দল পরিষদ বা সংসদের প্রতিনিধিত্ব করার ও জনগণের খেদমতের জন্য কারো উপর আস্থা প্রকাশ করে

এ কাজের প্রার্থী হবার লক্ষ্যে উৎসাহিত করবে তখন সে পদে প্রার্থী হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই পন্থা ব্যতীত নিজের ইচ্ছায় ঐ কাজে পদমর্যাদা বা পদলোভী হয়ে নিজকে প্রার্থী হবার জন্যে পেশ করে তাহলে সে শরীয়ত অনুযায়ী গাদ্দার বা খিয়ানতকারী হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا.

পরকালের ঘর তো আমরা সেই সব লোকদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখব, যারা যমিনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। (সূরা আল-ক্বাছাছ-৮৩)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّىْ عَلٰى عَمَلِنَا هٰذَا اَحَدًا سَاَلَهٗ اَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ.

আল্লাহ্র শপথ, আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে সরকারের পদে দেই না যে তা চায় অথবা তার জন্য লোভ করে। (বুখারী, মুসলিম)

اِنَّ اَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهٗ.

যে ব্যক্তি পদ চায় আমাদের নিকট সে-ই সবচেয়ে বেশী খেয়ানতকারী। (আবু দাউদ)

اِنَّا لَانَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهٗ.

আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে আমাদের সরকারী পদমর্যাদায় গ্রহণ করি না যে নিজে উক্ত পদের অভিলাষী। (কানযুল উম্মাল)

অপর এক হাদীছে নবী করীম (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাঃ)-কে বলেন–

لَاتَسْئَلِ الْإِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِذَا اُتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُّكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِمَسْئَلَةٍ اُعْنْتَ عَلَيْهَا.

সরকারী পদ দাবী করো না। কেননা চেষ্টা তাদবীর করার পর যদি তা তোমাকে

দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে তোমার পদের উপর সঁপে দেয়া হবে, আর যদি চেষ্টা তদবীর ছাড়াই কোন পদ লাভ করো, তাহলে তার হক আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে। (কানযুল উম্মাল)

অতএব দেখা যায়, যে ব্যক্তি যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রার্থী হবার উপযুক্ত নয় বরং দলীয়ভাবে লবিং করে অথবা আর্থিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে তার নির্বাচিত হওয়া এক দিকে জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, অপর দিকে সে তার অযোগ্যতা এবং মুসলমান হিসেবে পদ লাভ করার যে শরিয়তী বিধান তা লংঘন করে পদ অন্বেষণ করার কারণে গুনাহ্গার এবং জাহান্নামী হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কোন জন প্রতিনিধি বা সংসদ কিংবা পরিষদের সদস্য হবার আকাঙ্খা করে এবং তার মধ্যে যদি আখিরাতের ভয় থাকে, তাহলে তাকে ময়দানে অবতীর্ণ হবার পূর্বে নিজকে পূর্ণ বিবেচনা এবং ভালভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার যে, ঐ পদে নির্বাচিত হবার পূর্বে তাকে শুধু তার নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। এখন কিন্তু তাকে যারা নির্বাচিত করেছে কিংবা ঐ পদে অধিষ্টিত হবার সাথে যাদের ভাল মন্দ নির্ভরশীল তাদের সবার ভাল-মন্দের ব্যাপারেও কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র নিকট তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন-

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ فَالْإِمَامُ الْاَعْظَمُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ .

সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের যিনি বড় নেতা তিনিও দায়িত্বশীল এবং তাঁকেও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

مَا مِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

যিনি মুসলিম জনপ্রতিনিধি - দায়িত্বশীল তিনি যদি তাদের সাথে প্রতারণা এবং

খেয়ানতকারী অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত-বেহেশ্‌ত হারাম করে দেবেন। (বুখারী, মুসলিম)

مَا مِنْ اَمِيْرٍ يَلِيْ اَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَايَجْهَدُ لَهُمْ وَلَا يَنْصَحُ اِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِى الْجَنَّةِ.

মুসলিম রাষ্ট্রের কোন পদাধিকারী শাসক যিনি নিজের পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করবে না, নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন না; তিনি কখনো মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

নির্বাচন ও ভোট থেকে বিরত থাকার পরিণতি

বর্তমানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে ফিৎনা-ফাসাদ বা বিপর্যয় এবং অপকর্মের সৃষ্টি হচ্ছে তার একটা কারণ এটাও যে, যারা নিজকে দীনদার, পরহেজগার - মুত্তাক্বী বলে মনে করে এবং সব সময় ঈমান ও আমলের কথা বলে তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কিংবা ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে। যার ফলে সাধারণত ঐ সমস্ত লোকেরাই নির্বাচনে প্রার্থী হয়, যারা আখিরাতকে ভুলে গিয়ে একমাত্র দুনিয়ার জীবনই সব কিছু মনে করে। আর তাদেরকে যারা ভোট দেয় এর অধিকাংশ লোকেরা দীন ও দুনিয়া সম্পর্কে সচেতন নয়, যারা সামান্য লোভ ও অর্থের বিনিময়ে ভোটের মত জাতীয় আমানতকে বিক্রয় করে দেয় এবং সত্যের সাক্ষ্যকে গোপন করে দায়িত্ব কর্তব্যকে অবহেলা করে। এধরনের ভোটারদের মাধ্যমে যদি ঐসব প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে জয়লাভ করে তাহলে তারা যে কেমন হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাথার উপর কোন নাপাকী জিনিস রেখে যত পরিষ্কার ও পবিত্র পানি দিয়ে অজু-গোসল করা হউক না কেন এতে শরীর পাক হবে না। শরীর পাক করতে হলে প্রথমেই ঐ নাপাকী জিনিসটি ধুয়ে দূর করতে হবে। তার পরেই অজু-গোসল করা হলে শরীর পাক হবে। অনুরূপভাবে যারা হবে জাতির কর্ণধার, যাদের হাতে থাকবে হালাল-হারামের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যারাই আইন রচনা ও পাস করবে সংসদ কিংবা পরিষদে, তারা যদি দীনহীন খোদা বিমুখ, ইসলাম বিদ্বেষী হয় তাহলে এখানে যতই ঈমান ও আমলের কথা বলে ওয়াজ নছীহত করা হউক না কেন এতে মুসলিম উম্মাহ্‌র কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। তাই কোন নির্বাচনী এলাকায় ভালো, সৎ ও দীনদার লোককে প্রার্থী দেয়া হলে তাকে ভোট না দিয়ে বিরত থাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে

হারাম, নাজায়েয এবং পুরো জাতির উপর জুলুম করার সমতুল্য। কিন্তু কোন নির্বাচনী এলাকায় যদি নিতান্ত সৎ, যোগ্য ও দীনদার লোক প্রার্থী না হয় তারপরও সেখানে ভোট দেয়া থেকে বিরত না থাকা চাই। বরং তুলনামূলকভাবে যিনি ভাল তাকেও ভোট দেয়া প্রয়োজন। কেননা অন্যায় ও অপরাধ যার মাধ্যমে বেশী হবে তার তুলনায় যার মাধ্যমে অন্তত কম হবে তাকে গ্রহণ করা না হলে বেশীর জন্য অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে যা শরীয়তী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। যেমন- কোন নাপাকী পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব না হলেও অন্তত কিছুটা কমানোর চেষ্টা শরীয়ত সম্মত ও যুক্তিযুক্ত।

ভোটের শর'য়ী হুকুম ও মাসায়েল

ইতিপূর্বে কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে ভোটের যে গুরুত্ব এবং ভোটারের যে দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোন জাতীয় পরিষদ বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় নীতি নির্ধারণ কিংবা জাতীয় আইন পাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভোট একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ ভোটের মাধ্যমেই আপনি সাক্ষ্য দেবেন পরিষদ কিংবা সংসদ জাতীয় নীতি নির্ধারণে কোন্ নীতি অবলম্বন বা কোন্ আদর্শের অনুসরণ করা হবে। আইন পাস করার সময় কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক করা হবে না কি কুরআন সুন্নাহ্র পরিপন্থী। এতে ভোটের মাধ্যমে যেহেতু সংসদ কিংবা পরিষদের সদস্য বা প্রতিনিধি বানানো হয় সেহেতু এ ব্যাপারে ভোট দিয়ে সত্য সাক্ষ্য গোপন করা যেমন হারাম, তেমনি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও হারাম। এক্ষেত্রে ভোট একটি শুধুমাত্র দলীয় কিংবা রাজনৈতিক জয়-পরাজয় অথবা দুনিয়ার খেল-তামাশা মনে করা জঘন্যতম ভুল। তাই আপনি যাকে ভোট দেবেন আপনার ভোট দেয়ার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হবে যে, অন্যান্য প্রার্থীর তুলনায় আপনার প্রার্থী মুসলমান হিসেবে দীনদার, যোগ্য এবং জাতীয় নীতি নির্ধারণে কিংবা আইন পাসের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী কোন নীতি বা আইন পাস করার ব্যাপারে সমর্থন বা সহযোগিতা করবে না বলে সাক্ষ্য দিলেন। সুতরাং এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত পরিণাম ফল দুনিয়া এবং আখিরাতে আপনাকেও ভোগ করতে হবে।

✪ আপনার ভোটে জয়লাভ করে যে প্রার্থী রাষ্ট্রপতি কিংবা সংসদ অথবা পরিষদের সদস্য হবে তাঁর দায়িত্ব অনুযায়ী সে ভাল-মন্দ যে সিদ্ধান্ত বা সমর্থন করবে আপনি নিজেও তার অংশীদার হবেন। অর্থাৎ- আপনার ঐ নির্বাচিত প্রার্থী

জাতীয়ভাবে কোন কাজ করে কিংবা কোন ব্যাপারে সমর্থন করে যদি কোন প্রকার ছওয়াব লাভ করে এতে আপনিও তাঁর সাথে ছওয়াবের অংশীদার হবেন। আর যদি মন্দ কাজ করে কিংবা কোন অন্যায়ের সমর্থন করে গুনাহ্গার হয়, তাহলে আপনিও তাঁর সাথে গুনাহ্র ভাগী হবেন।

✪ এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোন ব্যক্তি কোন দোষ বা কোন বিষয়ে ভুল করলে এটার পরিণামও ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে এবং জবাবদিহির ব্যাপারেও ঐ ব্যক্তি এককভাবে দায়ী। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ব্যাপারে কেউ যদি কোন দোষ বা ভুল করে, তাহলে এ দোষ বা ভুল পুরো জাতিকে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয় বরং কোন কোন সময়ে এ কারণে গোটা জাতিই ধ্বংস হয়ে যায়। তাই ঐ দোষের কিংবা ভুলের জন্য তাকে পরকালে আল্লাহ্র নিকট পুরো জাতির পক্ষ থেকে জবাবদিহি করতে হবে যা অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়াবহ।

✪ আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সত্য সাক্ষ্য গোপন করা যেহেতু হারাম এবং কবীরাহ্ গুনাহ্ সেহেতু আপনার নির্বাচনী এলাকায় কোন দীনদার, সৎ ও যোগ্য লোক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাকে ভোট না দিয়ে বিরত থাকাও কবীরাহ্ গুনাহ্।

✪ ইসলামী আদর্শের বহির্ভূত অন্য কোন আদর্শ বা মতবাদের বিশ্বাসী যেমন- সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদ এ ধরনের মতবাদী পক্ষের প্রার্থীদেরকে ভোট দেয়া মানে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যা কবীরাহ্ গুনাহ্। কারণ এসব মতবাদ কুরআন সুন্নাহ্র পরিপন্থী। সুতরাং ঐ সব প্রার্থীদেরকে ভোট দেয়া কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়।

✪ টাকা পয়সার বিনিময়ে কাউকে ভোট দেয়া নিকৃষ্টতম ঘুষ। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বা বৈষয়িক স্বার্থে ভোট দেয়া দীন-ইসলাম এবং দেশ ও জাতির সাথে বিদ্রোহিতার সমতুল্য। মনে রাখা প্রয়োজন—অন্যের ভোগ-বিলাস ও নাম যশের জন্য নিজের দ্বীন-ধর্ম এবং ঈমানকে বিসর্জন দেয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় তাতে যতই ধন-সম্পদ বা বৈষয়িক স্বার্থ লাভ হউক না কেন। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) বলেছেন—ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ধ্বংসের মধ্যে আছে, যে অন্যের দুনিয়া সাজানোর জন্য নিজের দীনকে নষ্ট করে দেয়।

وما علينا الا البلاغ

পরিশিষ্ট

(সম্পাদক কতৃক একটি প্রশ্নের উত্তর)

প্রশ্নঃ মুসলমান হিসেবে দেখা যায় ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কোন ব্যক্তি বা দলকে ভোট দেয়া জায়েয নয়। আর ইসলামী দলকে ভোট দিতে হলে ত বর্তমান আমাদের দেশে জামা'তে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, খেলাফত আন্দোলন এ ধরনের অনেক ইসলামী দল আছে, এর মধ্যে কোন ইসলামী দলকে ভোট দিলে সঠিক হবে?

উত্তরঃ আমাদের দেশে বর্তমান যতগুলো ইসলামী দল আছে নীতিগতভাবে সবগুলোকে ইসলামী দল বলা যায় ঠিক, তবে কোন দল শুধুমাত্র ইসলামী শাসন দাবী করলে যে ইসলামী দল হয়ে যায় বা ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে এটা সম্ভব নয়। ইসলামী শাসন এমন একটি সত্যনিষ্ঠ ইসলামী দলই কায়েম করতে পারবে যাদের মধ্যে যুগ উপযোগী কর্মসূচী ও বাস্তব কর্মপদ্ধতি আছে। ইসলামের সঠিক দর্শনের ভিত্তিতে ইসলামী আদর্শের অনুসারী হবার সাথে সাথে যে ইসলামী দলের কাছে মজবুত কর্মী বাহিনী আছে এবং কর্মী বাহিনীর শৃংখলা বিধানের জন্য বাস্তব ভিত্তিক সুন্দর গঠনতন্ত্র আছে, ইসলামী অনুশাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যাতে জানতে বুঝতে পারে তার জন্য ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর ব্যাপক ইসলামী সাহিত্য ভান্ডার রচনা এবং এর প্রচার প্রসার ও প্রশিক্ষণের যে দলে সঠিক ব্যবস্থা আছে, দেশের ছাত্র অঙ্গনে সর্বস্তরের ছাত্রদেরকে ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত করার জন্য যে দলের ইসলামী ছাত্র সংগঠন আছে, দেশের বৃহত্তর শ্রমিক ময়দানে ইসলামী শ্রমনীতির ভিত্তিতে যাদের শ্রমিক সংগঠন আছে, দেশের বিভিন্ন পেশাজীবিদেরকে ইসলামী অনুশাসনের সুফল সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যে দলের পেশা ভিত্তিক সংগঠন আছে, শিশুদেরকে ইসলামী চেতনায় গড়ে তোলার জন্য যে দলের শিশু সংগঠন আছে, শিক্ষায় ইসলামী অনুশাসনের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হবার লক্ষ্যে যাদের বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, ইসলামী অর্থনীতির বাস্তব সফলতা প্রমাণের জন্য যাদের বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্প আছে, মহিলা সমাজের মধ্যে ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টি এবং ইসলামী অনুশাসনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যে দলের মহিলা সংগঠন আছে, নিঃস্ব গরীব দুঃখীদের সেবার জন্য যে দলের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে, সর্বোপরি বিভিন্ন জাতীয় সংকট মূহুর্তে সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার মত যে দলে যোগ্য নেতা আছে, এ ধরনের বাস্তব কর্মসূচী সম্পন্ন ইসলামী দলকে ভোট দিলে সঠিক এবং যথার্থ হবে বলে আশা করি। এ কথা সত্য যে, আমরা নিজে যখন কোন ব্যক্তিগত জিনিস লাভ করতে চাই তখন এর সত্যতা ও বাস্তবতা যেমন যাচাই করি, তেমনি দীনি ও জাতীয়ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে তার সত্যতা ও বাস্তবতা আরো বেশী করে যাচাই করা উচিত।

وما توفيقى الا بالله